বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

শিক্ষায় উদ্ভাবন-১৪

Innovation in Education-14

১৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৫

শিক্ষায় উদ্ভাবন-১৪

Innovation in Education-14

উপদেষ্টা:

প্রফেসর ড. মোঃ নিজামুল করিম
মহাপরিচালক, নায়েম

সম্পাদনায়:

নায়েম ইনোভেশন কমিটি

নায়েম ইনোভেশন কমিটি:

প্রফেসর নাসরিন সুলতানা প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	আহ্বায়ক
জনাব আসমা আক্তার খাতুন প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	সদস্য
জনাব মোঃ সাইদুজ্জামান উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন) নায়েম	সদস্য
ড. মো. সাফায়েত আলম সহকারী পরিচালক (অর্থ), নায়েম	সদস্য
জনাব স্বপন কুমার সাহা প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	সদস্য সচিব

প্রশিক্ষণ কোর্সের ইনোভেশন কমিটি (অনুষদ)

প্রফেসর নাসরিন সুলতানা প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	আহ্বায়ক
জনাব আসমা আক্তার খাতুন প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	সদস্য
মোঃ আসাদুজ্জামান সহকারী পরিচালক (কমন সার্ভিস), নায়েম	সদস্য
ড. মো. সাফায়েত আলম সহকারী পরিচালক (অর্থ), নায়েম	সদস্য
জনাব পুলক বরণ চাকমা সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), নায়েম	সদস্য

কোর্সের ইনোভেশন কমিটি (প্রশিক্ষণার্থী)

নুরুন নাহার আইডি ন.-২১	সদস্য
নুর উদ্দিন আইডি ন.-২২	সদস্য
মনিরুজ্জামান আইডি ন.-৬১	সদস্য
জিনিয়া আক্তার আইডি ন.-৭৮	সদস্য
মোহসিনা আক্তার মলি আইডি ন.-১০৫	সদস্য
মোঃ আশরাফুল আলম আইডি ন.-১১৪	সদস্য

প্রচ্ছদ ডিজাইন: মোঃ কামাল হোসেন
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (ফিশারিজ)
ঢাকা কলেজ, ঢাকা

মুদ্রণ: নাজির ডিজিটাল কম্পিউটার্স
১৩ নং সিটি কর্পোরেশন মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৯১৭-৯৬১৪৭০, ০১৭০৭-১৬১৪৭০
E-mail : kamalbd23@gmail.com

প্রকাশকাল: এপ্রিল ২৬, ২০২২

সহযোগিতায়:
এটুআই প্রকল্প

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।
- দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।
- মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উন্নতমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।
- সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

মো. বেলায়েত হোসেন তালুকদার
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
চিফ ইনোভেশন অফিসার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাণী

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষাদর্শন বাস্তবায়নে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ সামাজিক অগ্রগতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষায় উদ্ভাবন কার্যক্রমে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) পথিকৃৎ হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করছে। উদ্ভাবন মানে হচ্ছে সময়, ধাপ ও খরচ কমিয়ে সরকারি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। রূপকল্প ২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ এ বর্ণিত লক্ষ্য পূরনে নায়েমে বিভিন্ন উদ্ভাবন ধারনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ছাড়া চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জনে বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন এবং উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন শিক্ষক তৈরিতে বিভিন্ন কোর্স চলমান রয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী নায়েম বিসিএস সাধারণ শিক্ষা কর্মকর্তাদের অন্যান্য ব্যাচের মতো ১৭০তম ব্যাচেও বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে শিক্ষায় উদ্ভাবন বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে আরো আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত, প্রযুক্তিসম্পন্ন ও গতিশীল করতে এ কোর্সের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ধারণা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এধরনের কার্যক্রমের জন্য নায়েম কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মো. বেলায়েত হোসেন তালুকদার)

প্রফেসর ড. মোঃ নিজামুল করিম
মহাপরিচালক
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব, অকৃত্রিম দেশপ্রেম, সাধারণ জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ এবং কঠোর পরিশ্রম বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার স্বপ্নকে বাস্তবায়নে প্রয়োজন সৃজনশীলতা ও উ দ্ভাবনী শক্তি।

শিক্ষা ব্যবস্থায় উদ্ভাবন মানসম্মত ও গুনগত শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে সহায়ক যা অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল করে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা পালন করে। উদ্ভাবনী শক্তিতে বলীয়ান তরুণ শিক্ষক সমাজ সহজেই বদলে দিতে পারে সমাজ, দেশ কিংবা গোটা বিশ্বকে। আর এ উদ্দেশ্যে নায়েম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী শক্তি সৃষ্টির জন্য ইনোভেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে।

একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশে বিরাজমান আর্থ- সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের উপর গড়ে ওঠে। শিক্ষার মূল লক্ষ্য মূলত জ্ঞান, দক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঙ্খিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক গড়ে তোলা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভাবন শিক্ষাকে জীবনঘনিষ্ট এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, অনুসন্ধিৎসা ও সৃজনশীলতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই লক্ষ্যে নায়েম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী শক্তি জাগ্রত ও পরিচর্যার সুযোগ সৃষ্টি করেছে ।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ মেধাবী কর্মকর্তাগণ তাদের উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে মননে, কার্যে ও ব্যবহারিক জীবনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

শিক্ষায় সৃজনশীল উদ্ভাবনের মাধ্যমে দিন বদলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হোক এই প্রত্যাশা করি।

প্রফেসর ড. মোঃ নিজামুল করিম

প্রফেসর ড. তাহসিনা আক্তার
পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন)
ও কোর্স উপদেষ্টা
১৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, নায়েম

বাণী

ডিজিটাল দুনিয়ার শেষ সীমা বলে কিছু নেই। এখানে সর্বদা নতুন চিন্তা উদ্ভাবন ও সম্পাদন চক্র চলমান থাকে। প্রয়োজনে যে কোন সময়ে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যায়। এডুটেকভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারাই আমাদের মতো চিরাচরিত সমাজকে প্রবৃদ্ধ করা সম্ভব। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে দেশব্যাপী ডিজিটাল শিক্ষাব্যস্থা প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। সব পাঠ্যক্রমকে একীভূত করে একটি ডিজিটাল উদ্ভাবনীমূলক দক্ষতাভিত্তিক পাঠ্যসুচি তৈরিতে আমাদের নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যার মাধ্যমে শিক্ষায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্দু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার পথে সুগম হবে।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) কর্তৃক পরিচালিত ১৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের কর্মকর্তাদের নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা ও উদ্যোগ শিক্ষার মনোন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে।

প্রফেসর ড. তাহসিনা আক্তার

প্রফেসর লানা হুমায়রা খান
প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম
ও কোর্স পরিচালক
১৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

কিছু কথা

'ইনোভেশন ইন পাবলিক সার্ভিস' বর্তমান সময়ের একটি অনবদ্য শ্লোগান। বর্তমান সরকার সেবাকে সহজে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। সেই সেবা প্রদান পদ্ধতি সুলভে সহজ দ্রুততর করার প্রচেষ্টাই হলো উদ্ভাবন। শিক্ষাকে ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রেও উদ্ভাবন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অনলাইন ভর্তি, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, দূরশিক্ষণ, অনলাইন পাঠদান, ই-বুক, ই-লাইব্রেরি এর প্রকৃষ্ট উদাহারণ। শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবন এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে নায়েম এটিকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে। চলমান ১৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণও এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছেন। তাঁরা ২৯টি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অনেকগুলো উদ্ভাবনী আইডিয়া তৈরি করেন, যার ভেতর থেকে নির্বাচিত ১২টি আইডিয়াকে নিয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে একটি বুকলেট। আইডিয়াগুলো সংরক্ষণের এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এর সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি রইল অকৃত্রিম ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

প্রফেসর লানা হুমায়রা খান

ভূমিকা

বিশ্বের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানুষের অনুসন্ধানী মন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছে। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে নব নব আবিষ্কারে মানুষ তার জীবনকে করেছে সুন্দর থেকে সুন্দরতর। জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত মানুষের সৃষ্টিশীল মন মানুষের কল্যাণ কামনায় নিরন্তর নিয়োজিত রেখেছে। যেখানে সেবা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেখানে সেবার মানের উন্নয়নের চেষ্টা তার থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। সেবার মানের উন্নয়নের জন্য Innovation বা নতুন উদ্ভাবনের কোনো বিকল্প নেই। মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতাই সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে উদ্ভাবনের গুরুত্ব অপরিসীম। শিখন-শেখানো পদ্ধতির উন্নয়ন, স্বল্পব্যয়ী শিক্ষাপোকরণের ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধিতে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের প্রবর্তন, ডিজিটাল কন্টেন্টের ব্যবহার ইত্যাদি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য আরো নতুন নতুন উদ্ভাবন ও অভিনব কৌশল উদ্ভাবনে সকলকে উদ্যোগী হতে হবে।

প্রেক্ষাপট

সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমন অতীব জরুরি। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে বর্তমান সরকার জনপ্রশাসনে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে। ২০১২ সালে গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং ২০১৩ সালে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'ইনোভেশন টিম' গঠনের মাধ্যমে বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। জনগণের সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ ও সরলীকরণের মাধ্যমে জাতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় উন্নয়ন আরো বেগবান করা সম্ভব- এ ধারণাকে সামনে রেখে "জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন" বিষয়টি অধিক বিবেচিত। সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের প্রয়োগ করে সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজ ও সুলভ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন এর মাধ্যমে শিখন ও শেখানো প্রক্রিয়ার সহজীকরণ ও মানোন্নয়নের জন্য নতুনত্ব উদ্ভাবনকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন আজ সময়ের দাবি। শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সহজ ও আনন্দঘন করতে, শিক্ষায় অপচয় ও দুর্নীতি রোধ করতে এবং যুগের চাহিদা মিটাতে কাঙ্ক্ষিত গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এদেশের শিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে শিক্ষায় নতুন নতুন উদ্ভাবন যুগান্তকারী অবদান রাখতে পারে।

সেবার মান উন্নয়নে নায়েম কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

- সিটিজেন চার্টার প্রকাশ
- ক্যাফেটেরিয়ায় সেলফ সার্ভিস চালুকরণ
- ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু
- ডিজিটাল কন্টেন্ট এর ব্যবহার
- বক্তা মূল্যায়ন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন (ডিজিটাল পদ্ধতি)
- অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকারের জন্য শুদ্ধাচার কৌশল অনুসৃত পদ্ধতি প্রবর্তন
- সমগ্র নায়েম ক্যাম্পাস সি সি ক্যামেরার আওতায় আনা
- হোস্টেলের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
- কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য ইলেকট্রনিক হাজিরা পদ্ধতি চালুকরণ
- ই-ফাইলিং
- প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রশিক্ষণ শেষে ভাতাদি প্রাপ্তির জন্য BEFTN
- কোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধি
- নায়েম মোবাইল অ্যাপস চালু
- অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু
- অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু
- ব্লেন্ডেড পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কোর্স চালু

নায়েমের হোস্টেল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অধিকতর কার্যকর সেশন ব্যবস্থাপনা, লাইব্রেরির আধুনিকায়ন, চিকিৎসা সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণ, প্রশিক্ষণার্থী বাছাই প্রক্রিয়া উন্নতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মানোন্নয়নের জন্য কাজ চলমান রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে নায়েম বিপিএটিসির IPS-TQM প্রকল্পের পার্টনার ইন্সটিটিউট হিসেবে 'টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট ও কাইযেন' চর্চার প্রসার ঘটাতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় 'সেবা প্রদান সহজীকরণ ও উদ্ভাবন' কর্মসূচির সম্পৃক্ততা মানোন্নয়নের এই প্রচেষ্টাকে আরো বেগবান করেছে।

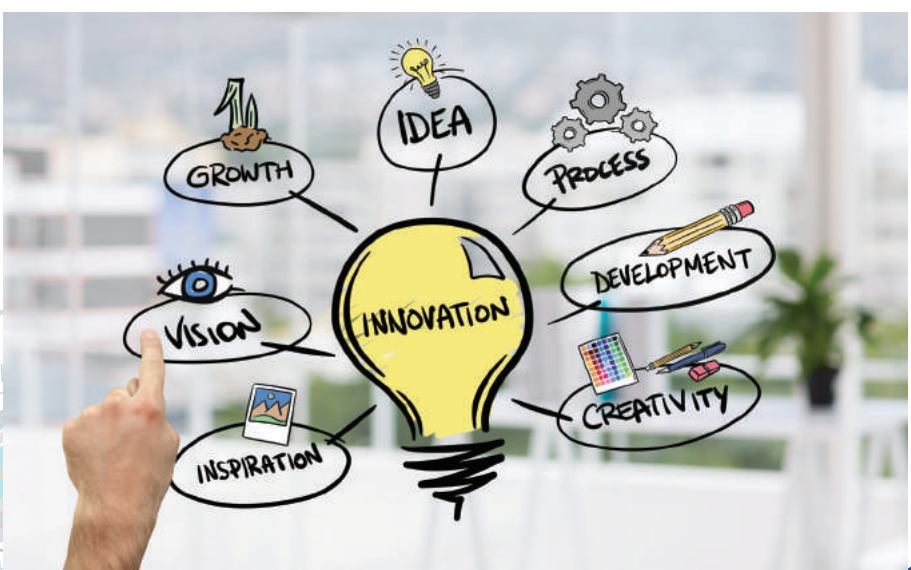

শিক্ষায় উদ্ভাবন: নায়েম মডেল

বিশ্বায়নের এই যুগে শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইনোভেশন ইন এডুকেশন আজ সময়ের দাবি। এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে নায়েম নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন বিষয়ে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে 'উদ্ভাবনী আইডিয়া প্রতিযোগিতা ও শোকেসিং' আয়োজনের এই পদক্ষেপ। নায়েমের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ও নৈতিকতা কমিটি'র তত্ত্বাবধানে 'নায়েম ইনোভেশন কমিটি' ও 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স' সার্বিক আয়োজনের সমন্বয় সাধন করছে।

ইনোভেশন আইডিয়া প্রতিযোগিতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১) বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা সৃষ্টি

২) সৃজনশীলতার চর্চা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির গুণগত উৎকর্ষতা সাধন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের উন্নয়ন

৩) স্বল্পব্যয়ী ও স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে উদ্ভাবনসমূহকে কাজে লাগানো

৪) প্রশিক্ষণার্থীদের ব্রেইন স্টর্মিং-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহের সমন্বয়ে 'উদ্ভাবনী আইডিয়া ব্যাংক' সৃষ্টি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের সথে শেয়ারিং

৫) অংশীজনের সেবাপ্রাপ্তির সহজীকরণ

৬) প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবাদান পদ্ধতির উন্নয়ন

কর্মপদ্ধতি

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে ১৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণকে এটুআই (A2I) প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ দ্বারা সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নায়েম ইনোভেশন আইডিয়া বিষয়ক প্রতিযোগিতা সম্পর্কে ওয়ার্ম আপ সেশন পরিচালনার পর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের ৭/৮ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়।

প্রতিটি দল সেবা সহজীকরণ ও মানোন্নয়নে আইডিয়া উদ্ভাবনে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে:

ক) চিন্তন দক্ষতার ব্যবহার (Critical Thinking),

খ) দলীয় সদস্যদের মধ্যে আলোচনা (Communication)

গ) পরস্পর সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (Collaboration)

ঘ) সমস্যার সমাধান/উপায় নিরূপণ (Creativity)

প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ রিভিউ করার জন্য মনোনীত মেন্টরগণ প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে একাধিক সভায় মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ পরিমার্জিত ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ প্রতিযোগিতার জন্য জমা দেন।

উদ্ভাবন বিষয়ক প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত আইডিয়াসমূহ শিক্ষায় উদ্ভাবন শীর্ষক শোকেসিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরা এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলসমূহকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

নায়েম ধাপে ধাপে ইনোভেশন আইডিয়া প্রতিযোগিতাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের 'সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

↓

ইনোভেশন আইডিয়া বিষয়ক প্রতিযোগিতার বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে ওয়ার্ম-আপ সেশন পরিচালনা

↓

প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে দল গঠন ও ইনোভেশন আইডিয়া আহ্বান → ১৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে ২৯টি দল গঠন করা হয়

↓

প্রতিটি দলের জন্য একজন অনুষদ সদস্যকে মেন্টর হিসেবে মনোনয়ন প্রদান → ২৯টি দল মোট ২৯টি আইডিয়া জমা প্রদান করে

↓

মেন্টর কর্তৃক খসড়া আইডিয়াসমূহ পর্যালোচনা এবং ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে ইনোভেশন খসড়া আইডিয়াসমূহ চূড়ান্তকরণ ও জমাদান → চূড়ান্ত বাছাইয়ে ১২টি আইডিয়া মনোনীত করা হয়

↓

ইনোভেশন কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন কৌশলসহ ইনোভেশন মেলায় উপস্থাপন এবং অর্জনসমূহ প্রদর্শন → ১২টি চূড়ান্ত আইডিয়া মেলায় উপস্থাপন

↓

মেলায় উপস্থাপিত আইডিয়াসমূহ হতে সেরা তিনটি আইডিয়াকে নায়েম ইনোভেশন এওয়ার্ড প্রদান → ৩টি আইডিয়াকে এওয়ার্ড প্রদান

↓

নির্বাচিত আইডিয়াসমূহ প্রচারের জন্য এটুআই এর www.ideabank.eservice.gov.bd তে উপস্থাপন

'উদ্ভাবনী আইডিয়া ব্যাংক' সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে শেয়ারিং

আইডিয়া শোকেসিং এ অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যকে সনদ প্রদান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশের উন্নয়ন, সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সেবা সুবিধার সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে শিক্ষা উপকরণ তৈরি, উদ্দীপনামূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতির উদ্ভাবন, শ্রেণিকক্ষে সুলভ প্রযুক্তির ব্যবহার, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রমে এই প্রতিযোগিতায় উদ্ভাবন মডেলসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ।

উপসংহার

সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। দুর্নীতিমুক্ত, জনকল্যাণমুখী ও নৈতিকতাসম্পন্ন একটি বৃহৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমে শিক্ষা প্রধান হাতিয়ার। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে জ্ঞান, তথ্য, দক্ষতা ও নৈতিকতা লাভের কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন এর ব্যবহার শিক্ষা তথা দেশের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখবে।

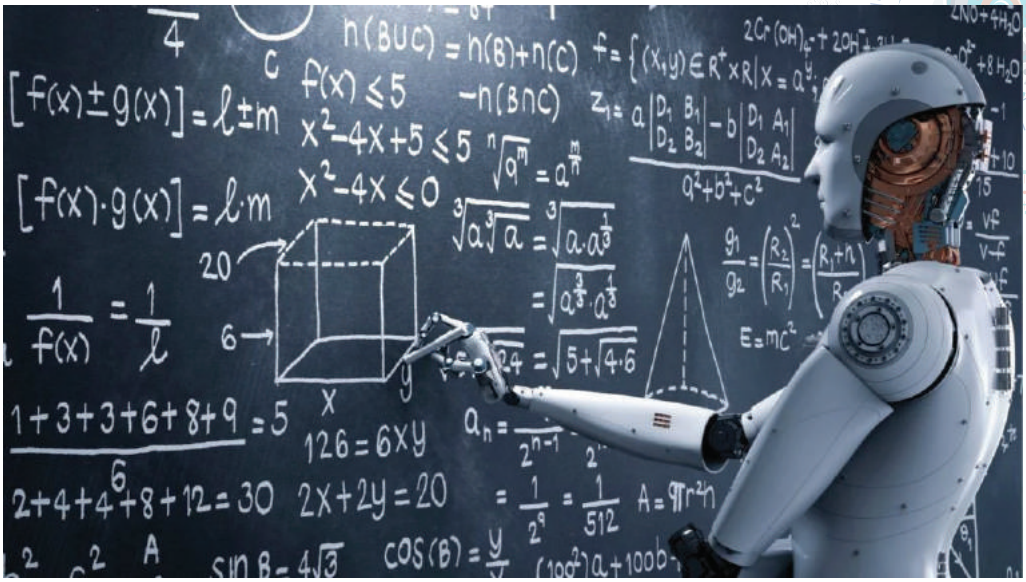

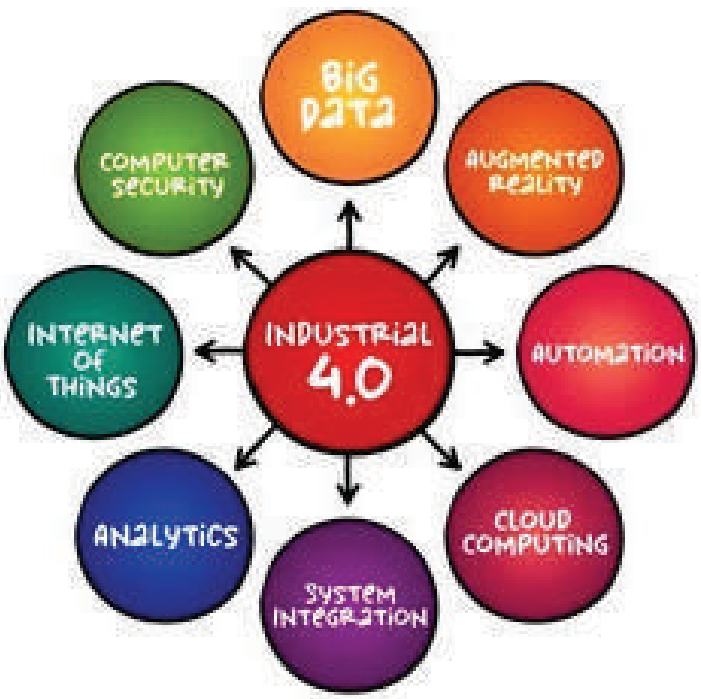
BIG DATA
AUGMENTED REALITY
AUTOMATION
CLOUD COMPUTING
SYSTEM INTEGRATION
ANALYTICS
INTERNET OF THINGS
COMPUTER SECURITY
INDUSTRIAL 4.0

গ্রুপ নং-০১

আইডিয়ার শিরোনাম : একটি উপজেলা একটি পরীক্ষা কেন্দ্র

মেন্টর : প্রফেসর শাহিদা আফরোজ, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল	ই-মেইল
নাজনীন নাহার (০১), প্রভাষক-বাংলা, সরকারি আইনুদ্দিন কলেজ, মধুখালি, ফরিদপুর	০১৭১৬২৮৪০৯৩	naznnahar44@gmail.com
কাওসার আহমেদ (৩৪), প্রভাষক-রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, বরিশাল	০১৭২২২৭৮৯২৭	badhonbdn@gmail.com
দেবীলাল মজুমদার (৪৪), প্রভাষক-দর্শণ, সরকারি নজরুল কলেজ, সাতপার, গোপালগঞ্জ	০১৭৭৯৫৮৪৭৫৩	alokdu9182@gmail.com
লিপা দাস (৪৯), প্রভাষক, সরকারি ইয়াছিন কলেজ, ফরিদপুর	০১৭৫৩৮৫৯৭৬৫	lipadas448@gmail.com
হাফিজুর রহমান (০৫), প্রভাষক-বাংলা, মাদারীপুর সরকারি কলেজ, মাদারীপুর	০১৭৪২৮৩০৯৩	hafizdu39@gmail.com
দিলরুবা আক্তার (০৭), প্রভাষক-ভূগোল, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর	০১৭৪৭৫৭৪৭৩৪	dilrubaju38@gmail.com

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

১। বছরব্যাপি বিভিন্ন পরীক্ষার কারণে স্বাভাবিক শ্রেণি কার্যক্রম ব্যাহত হয়

২) নির্ধারিত সময়ে সিলেবাস শেষ করা যায় না

৩) শিক্ষকদের সারাবছর পরীক্ষা কমিটি ও ডিউটির কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়

৪) শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠান বিমূখ হয়

৫) বিভিন্ন ছুটিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা চলার কারণে সরকারি কলেজের শিক্ষকবৃন্দ ছুটি ভোগ করতে পারে না

৬) পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অপশক্তি অনেক সময় শিক্ষকদের উপর চাপ প্রয়োগ করে

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ

১। প্রতিটি উপজেলায় একটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে

২। কেন্দ্রটি পরিচালিত হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ও মাউশি কর্তৃক

৩। প্রতিটি পরীক্ষা কক্ষ ছাত্র শিক্ষকের অনুপাতে (১ : ৪০ অথবা ২ :৮০) নির্দিষ্ট আয়তনে পরিকল্পিত ভাবে নির্মিত হবে

৪। পরীক্ষার কক্ষে প্রতি পরীক্ষার্থীর জন্য ১ বর্গমিটার জায়গা রেখে মডেল কক্ষ নির্মাণের চিন্তা করছি

৫। বিভিন্ন চাকুরির নিয়োগ পরীক্ষা, বিভিন্ন ধরনের ভর্তি পরীক্ষা বা জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সরকারি ট্রেনিং কার্যক্রম এখানে পরিচালনা করা যেতে পারে

ইনোভেশনে / সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী ?

১। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্য অভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র

২। নির্ধারিত পরিচালকের অধীনে ও নির্দিষ্ট সংখ্যক জনবলের মাধ্যমে পরীক্ষা পরিচালিত হবে

৩। মডেল পরীক্ষা কেন্দ্র

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক) সেবা সহজীকরন হবে

খ) সরকারি অর্থের অপচয় হবেনা

গ) সময়ের অপচয় হবেনা

ঘ) স্বাভাবিক পরীক্ষা কার্যক্রম চলমান থাকবে

ঙ) পরীক্ষায় বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রোধে পর্যাপ্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী মোতায়নের সুযোগ থাকবে

চ) পরীক্ষা পরিচালনায় আধুনিকায়ন

ছ) মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা

গ্রুপ নং-০৬

আইডিয়ার শিরোনাম : উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমে প্রার্থী নির্বাচনে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

মেন্টর : প্রফেসর নাসরিন সুলতানা, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
মোঃ মঈন বখত আনসারী (৫০), প্রভাষক, মৌলভীবাজার সরকারি মহিলা কলেজ	০১৭২২৩৫৫৪৯৬
মোঃ ফযলুল হক (৫৩), প্রভাষক, শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ	০১৭২৭৭৮৮০৯০
আকরামুল হাসান (৫৯), প্রভাষক, শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ	০১৭৩৭২১৬৯৭০
আশরাফুল হাসান নাজির (১৩৩), সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ এক্রেডিটেশন কাউন্সিল, ঢাকা	০১৭৩৯২৪৬৪৩৬
অঞ্জন সরকার (১৩৬), প্রভাষক, সুনামগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ	০১৯১৩৯৩১০৩৯

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

উপবৃত্তি যেন যোগ্য শিক্ষার্থী পায় তা নিশ্চিত করা

সমস্যা ও কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

হাওড় এবং চা বাগানসহ সমগ্র দেশে উপবৃত্তির প্রার্থী নির্বাচনে অস্বচ্ছতা ও স্বজনপ্রীতি
সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের অভাব
প্রকৃত দাবীদাররা বঞ্চিত

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

- ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করে স্বচ্ছতার সাথে উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী বাছাই
- কলেজ ওয়েবসাইট আপডেট করে এমন ফিচার (Feature) যোগ করা যেন শিক্ষার্থীরা তাদের নামে একাউন্ট খুলতে পারে। এই একাউন্টে লগ ইন করে উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট কতগুলো তথ্য যেমন-
  - বাবা-মায়ের পেশা
  - আর্থিক অবস্থা
  - উপার্জনক্ষম সদস্য সংখ্যা
  - বাসস্থান হতে প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব
  - প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতে খরচ ইত্যাদি তথ্য প্রদান করতে পারে।
- নির্ধারিত শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রদান করা তথ্যের সত্যতা যাচাই করবে।
- প্রত্যেকটির তথ্যের নির্দিষ্ট মানদণ্ড থাকবে, যার উপর বিবেচনা করে অটোমেশন (Automation) প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপবৃত্তি প্রাপ্ত প্রার্থীদের নির্বাচন করবে।
- তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

ইনোভেশন বাস্তবায়নে খরচ?

ওয়েবসাইট আপডেট করার জন্য ৫০ হাজার টাকা (আনুমানিক) লাগবে

ইনোভেশন/সমাধান প্রস্তাবে নতুন কি কি?

- উপবৃত্তি কেন্দ্রিক ডাটাবেইজ সংরক্ষণ
- উপবৃত্তির প্রাপ্ত প্রার্থী নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ
- প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ
- অটোমেশন প্রক্রিয়া চালুকরণ

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

- উক্ত আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে উপরোল্লিখিত এলাকায় এবং ধীরে ধীরে সমন্বিত পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উপবৃত্তির স্বচ্ছতা আনয়ন হবে।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে।

গ্রুপ নং-০৮

আইডিয়ার শিরোনাম : E-Class & E-Evaluation

মেন্টর : প্রফেসর মাফরুহা নাজনীন, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
নূর উদ্দীন (২২), প্রভাষক, কক্সবাজার সরকারি কলেজ	০১৭১৮১৩৪৭৮৪
মো. সাইফুল ইসলাম (৩৭), প্রভাষক, চাটখিল পাঁচগাঁও মাহবুব সরকারি কলেজ	০১৭৯০১১৮১৩৩
হোসনে মোবারক (৪২), প্রভাষক, আ স ম আবদুর রব সরকারি কলেজ	০১৮১৬৩০৪৯৫৯
শেফায়েত হোসেন (৪৫), প্রভাষক, গাছবাড়ীয়া সরকারি কলেজ	০১৮১৩২১৮৬৪২
এডিসন কান্তি দে (৫২), প্রভাষক, সরকারি সিটি কলেজ	০১৮২৭২৬৫৭০০

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

- ZOOM এবং অন্যান্য অনলাইন প্লাটফর্মে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন শিক্ষকের নেওয়া ক্লাসগুলো সুবিন্যস্তভাবে ছাত্রদের পৌঁছে না।
- সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ক্লাসগুলো বিক্ষিপ্তভাবে থাকায় শিক্ষার্থীরা সবগুলো ক্লাস গুছানো অবস্থায় পায় না।
- শিক্ষার্থীদের আনলাইনে মূল্যায়ন করা যায় না।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

- Class.gov.bd নামে একটি ওয়েব সাইট থাকবে।
- এই ওয়েবসাইটের অধীনে Primary, Secondary এবং Higher Secondary এর জন্য তিনটি শাখা থাকবে।
- Higher Secondary এর অধীনে সারাদেশের প্রত্যেক কলেজের নামে একটি আইডি ও পার্সওয়ার্ড থাকবে।
- প্রতি কলেজের অধীনে সমস্ত শিক্ষকদের জন্য একটি আইডি ও পার্সওয়ার্ড থাকবে। তাদের অধীনে ঐ কলেজের বিষয় ভিত্তিকভাবে শিক্ষর্থীরা আইডি ও পার্সওয়ার্ড এর মাধ্যমে যুক্ত থাকবে।

ইনোভেশন /সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী?

- প্রতিটা বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক ক্লাসগুলো সুবিন্যস্তভাবে ওয়েবসাইটে থাকবে, ক্লাসগলো PDF আকারে থাকবে।
- একই বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষকের ক্লাস সুবিন্যস্তভাবে থাকবে।
- এই অনলাইন ক্লাস ও PDF এর ভিত্তিতে মোট ১০০ মার্ক এর মধ্যে ১৫ মার্ক মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে ।
- ১০ মার্ক অনলাইনে প্রতি কলেজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে মূল্যায়ন।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

- কম সময়ে শিক্ষার্থীরা সব বিষয়ের ক্লাসগুলো সুবিন্যস্থভাবে যে কোন সময় পড়তে পারবে।
- একই শিক্ষার্থী বিভিন্ন শিক্ষকের দ্বারা মূল্যায়নের ফলে ছাত্ররা যথাযতভাবে মূল্যায়িত হবে।
- একই টপিকসে বিভিন্ন শিক্ষকের ক্লাসে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহন করতে পারবে।
- শিক্ষার্থী মূল্যায়নের পাশাপাশি শিক্ষক মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে।
- শিক্ষকদের দেশব্যাপী মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে।

গ্রুপ নং-০৯

আইডিয়ার শিরোনাম : Intregrated Posting & Management System (IPMS)

মেন্টর : মো. খোরশেদ আলম, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
মোঃ হাফিজুর রহমান (৩৬), প্রভাষক, মাদারগঞ্জ সরকারি কলেজ	০১৭১৯৮৮৪২১৬
আরিফুর রহমান (৪৭), প্রভাষক, রামগঞ্জ সরকারি কলেজ	০১৭১৫২৭১৪৩৪
মোঃ মামুন (৫৫), প্রভাষক, খাগড়াছড়ি সরকারি মহিলা কলেজ	০১৮২৭৮৪৬১৬৩
মোঃ মোফাজ্জেল (৬০), প্রভাষক, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ	০১৮২৩৭২৬৩৩১
মোঃ ফখরুল ইসলাম (১০৪), প্রভাষক, পরশুরাম সরকারি কলেজ	০১৮৪০৮৩৬৩৭১

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

১। বদলির ক্ষেত্রে জটিলতা
২। পদায়নের বৈষম্য
৩। প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক বদলির ফরোয়াডিং জটিলতা
৪। বদলিজনিত সকল প্রকার অনিয়ম (সুপারিশ, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ইত্যাদি)
৫। প্রচলিত সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য।

সমস্যা সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

IBAS++ এর মত একটি automated software প্রবর্তন করা। এখানে PDS এর User id ও Password দিয়ে Operate করা যাবে। ইহা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি দায়িত্বপ্রাপ্ত গভর্নিং বডি থাকবে এবং তিন বছর পর পর স্বয়ংকৃয়ভাবে নতুন কর্মস্থলে পদায়ন নিশ্চিত করবে।

ইনোভেশন /সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী?

১. Digital and Automation in Posting System
২. চাকরি জীবনে বদলি ও পদায়নজনিত সকল তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষণ।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

১। বিদ্যমান হয়রানি ও অনিয়মের প্রতিকার
২। বদলিজনিত হতাশা দূরীকরণ
৩। পদায়নের সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং
৪। সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য নির্মূল।

গ্রুপ নং-১৩

আইডিয়ার শিরোনাম : প্রত্যেক সরকারি কলেজে ছাত্র উপদেষ্টা নিযুক্তকরণ।

মেন্টর : মো. সাইদুজ্জামান, উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল	মোবাইল
আব্দুর রশীদ (৪১), প্রভাষক, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর	০১৭২৫২৪২৬০৭	rashid.du2010@gmail.com
সুমন কুন্ড (৪৮), প্রভাষক, নেত্রকোনা সরকারি কলেজ, নেত্রকোনা	০১৬০৯৮৩২৭২৮	Kunda.cu@gmail.com
সাদিয়া আক্তার (৫১), প্রভাষক, গুরুদয়াল সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ	০১৭১৬৭৬৮৭৫০	Sadia06du@gmail.com
জিকু দত্ত (৫৭), প্রভাষক, আ.স.ম.আব্দুর রব সরকারি কলেজ, লক্ষ্মীপুর	০১৬৮২৪৭৩৬৩৯	Jicodatta311@gmail.com
সুমন কুমার (৭৬), প্রভাষক, পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ	০১৭২৯১৫৪৮৫৪	Sumonkumarjnu@gmail.com

বর্তমান সমস্যাসমূহ

- ছাত্রছাত্রীদের সাথে শিক্ষকদের দূরত্ব।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিমুখতা।

কারণসমূহ

- শিক্ষকদের কর্তৃত্বমুলক আচরণ।
- গতানুগতিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ও ব্যবস্থা।
- শিক্ষকদের আন্তরিকতার অভাব।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

প্রত্যেক সরকারি কলেজে কর্মরত শিক্ষা কর্মকর্তাদের মধ্য থেকেই একজন কর্মকর্তাকে ছাত্র উপদেস্টা হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা, যিনি ছাত্রছাত্রীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। তাদের সমস্যাগুলো শুনে ও বুঝে সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন। তাদের কাউনসিলিং করবেন, উৎসাহ দিবেন এবং ক্যারিয়ারসহ অন্যান্য বিষয়ে দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

ইনোভেশন প্রস্তাবে নতুন কি কি?

- কর্মকর্তাদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত করা হবে, নতুন নিয়োগের প্রয়োজন হবে না।
- ছাত্রছাত্রীরা যেকোনো প্রয়োজনে/সমস্যায় দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। ফলে সম্পর্ক উন্নয়ন হবে।
- শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরতা বাড়বে।
- আর্থিক বরাদ্দের প্রয়োজন হবে না।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

- ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়ন হবে।
- ফলপ্রসু ও কার্যকরী শিক্ষা নিশ্চিত হবে।
- উপস্থিতি বৃদ্ধি ও শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে।
- ছাত্রছাত্রীরা ক্যারিয়ার নির্দেশনা পাবে।

গ্রুপ নং-১৪

আইডিয়ার শিরোনাম : বিজ্ঞান শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক অ্যাপস চালু করা।

মেন্টর : মো. লুৎফর রহমান, উপ-পরিচালক (গবেষণা ও তথ্যায়ন), নায়েম।

নাম ও পদবী	মোবাইল
নাজিয়া ডালিমী (৪৩) প্রভাষক, আইসিটি, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা।	০১৭৯০৭২২৭৯৯
নাসরিন আক্তার (৪৬), প্রভাষক, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।	০১৭৮৪০৪০১৫৪
মোসা: মাশরুহা জাহান (৫৪), প্রভাষক, বোটানি, শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সরকারি কলেজ ঢাকা।	০১৭৩৭৪১৫৮৪১
নাহিদ সুলতানা লিজা (৫৬), প্রভাষক, বাংলা, মোহাম্মদপুর সরকারি কলেজ, ঢাকা।	০১৯২৯৭৬৫০৮৪

বর্তমান সমস্যা ও কারণ:

বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

কারন:

১. গতানুগতিক পাঠ্যবই।
২. দক্ষ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নকারীর প্রভাব।
৩. তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক ক্লাসের সমন্বয়হীনতা।
৪. প্রযুক্তির অপ্রতুল ব্যবহার ।
৫. দক্ষ শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের প্রভাব।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

১. পাঠ্য পুস্তক ভিত্তিক অ্যাপস চালু করা।
২. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নকারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৩. শিক্ষকদের বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
৪. তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক ক্লাসের সমন্বয় সাধন করা।

ইনোভেশন প্রস্তাবে নতুন কি কি?

১. অ্যাপস ব্যবহার করে ক্লাস নেওয়া।
২. প্রতিটি বিষয়, শিরোনামের অ্যানিমেশন ব্যবহার করে অলোচ্য বিষয়কে ভিজুয়ালাইজেশন বা প্রাণবন্ত করে তোলা।
৩. অ্যাপস এ 3D কন্টেন্ট সংযুক্ত করা।
৪. বিজ্ঞানের মজার মজার আবিষ্কারগুলোর ভিডিও সংযোজন করা।

গ্রুপ নং-১৫

আইডিয়ার শিরোনাম : ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় অভিভাবকদের সম্পৃক্তকরণ

মেন্টর : স্বপন কুমার সাহা, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম, পদবী	মোবাইল
নার্গিস সুলতানা (৩৫), প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইডেন মহিলা কলেজ	০১৭৮২৩০৫০৮
পারভীন আক্তার (৩৯), প্রভাষক, অর্থনীতি, ইডেন মহিলা কলেজ	০১৯১১৭৬৯৯২৯
মনিরুজ্জামান (৬১), প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা, নরসিংদী সরকারি কলেজ, নরসিংদী	০১৭২০৮১৫৮৭৪
রাবেয়া বেগম (৬২), প্রভাষক, বাংলা, সরকারি তোলারাম কলেজ	০১৭৩৩৯০৫২২৮
ফারহানা হক উর্মি (৬৬), প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান, সরকারি তোলারাম কলেজ	০১৭২০৪৮৫১২১

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

উপস্থিতির হার কম, ঝরে পড়ার প্রবণতা, মনিটরিং সমস্যা, অপরাধ প্রবণতা, মাদকে আসক্তি, নৈতিক অবক্ষয়, সার্বিকভাবে শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

(১) শিক্ষার্থীদের মনিটরিং নিশ্চিতকরণ
(২) মনিটরিং এ অভিভাবকদের অন্তর্ভূক্তিকরণ
(৩) শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন
(৪) পরীক্ষার রেজাল্ট, নোটিশ সম্পর্কে অভিভাবকদের অবগত করা। শিক্ষার্থীর উপস্থিতি

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

ইউনিক আইডি এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীর অবস্থান মনিটরিং এর জন্য APP ডেভেলপকরণ
বায়োমেট্রিক এন্ট্রি ও এক্সিট শিক্ষার্থীর জন্য

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

উপস্থিতিহার বাড়বে, ঝরে পড়া কমবে, মাদক গ্রহণের হার কমবে, অপরাধ কমবে, পড়ায় মনোযোগী হবে শিক্ষার্থীরা, টিসিভি কমবে, শিক্ষার টেকসই উন্নয়ন ঘটবে, শিক্ষার্থী-অভিভাবক হয়রানি কমবে।

গ্রুপ নং-১৬

আইডিয়ার শিরোনাম : বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের মনিটরিং

মেন্টর : মোঃ শওকত আলী খান, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
শিকদার হাবিবুর রহমান (৬৩), প্রভাষক, ইংরেজি, সরকারি পাইওনিয়ার মহিলা কলেজ, খুলনা	০১৭২২১৯২৮১৭ sikhabibur@gmail.com
মোঃ শাহিন আলম (৬৪), প্রভাষক,মনোবিজ্ঞান, সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ,খুলনা	০১৭২৩৯০২৬৪১ shahin00alam33@gmail.com
মোঃ আবু রায়হান (৬৫), প্রভাষক,অর্থনীতি, কলারোয়া সরকারি কলেজ,সাতক্ষীরা	০১৯১৭৮৬৪২২৪ rayhan.ku.169@gmail.com
মোহাম্মাদ মানিক (৬৭), প্রভাষক, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, খুলনা	০১৯৬০০৪২২৪ manik.fin@gmail.com
শাহিদা আক্তার (৬৮), প্রভাষক,রাষ্ট্রবিজ্ঞান, খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ,কলেজ	০১৭৪৭৮৮০০১৩ sizu91@gmail.com

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

১. শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির হার আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি।
২. কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থেকে কাজে ফাকি দেওয়ার প্রবনতা।

কারণঃ

- কলেজ সময়ে যত্রতত্র আড্ডা;
- কলেজ সময়ে প্রাইভেট;
- শিক্ষকদের কলেজ সময়ে ব্যক্তিগত ব্যাচ করানো;
- অভিভাবকদের উদাসীনতা;
- ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

- বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশ-প্রস্থানের সময় এবং পরীক্ষার ফলাফল স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাৎক্ষনিকভাবে অভিভাবকদের মোবাইলে SMS প্রেরণ এবং তাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক প্রাপ্তি (সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক)।
- শিক্ষক, কর্মচারীদের তথ্য একইভাবে সংরক্ষন করে তাদের গতিবিধির তথ্য অধ্যক্ষ কর্তৃক মনিটরিং।
- অনলাইনে সম্পাদিত কার্যক্রম সংরক্ষণ ও মূল্যায়ন।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

১. নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধি হবে।
২. বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণের ফলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকদের যে কোন জরুরী অবস্থায় সাড়াদান (রক্তদান, দুর্ঘটনা সনাক্তকরণ) সম্ভব হবে।
৩. শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।
৪. মাদকাশক্তি ও অন্যান্য সামাজিক অপরাধ হ্রাস পাবে।
৫. শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক বাড়বে।
৬. শিক্ষক, কর্মচারীদের কর্মে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বন্ধ হবে।
৭. দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে Demographic Dividend অর্জন সম্ভব হবে।
৮. বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানে সহায়ক হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

একটি আইসিটি কন্ট্রোল রুম
দক্ষ মনিটরিং টিম
সিসিটিভি-৪/৫ টি
কম্পিউটার-১টি
সেন্সর মেশিন-৩ টি (প্রতি সেকশনের জন্য একটি করে এবং সংশ্লিষ্ট শাখার ছাত্র-ছাত্রী সেখানেই তার তথ্য ইনপুট দিবে)
অতিরিক্ত ১ টি সেন্সর থাকবে যেখানে কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ তাদের তথ্য ইনপুট দিবেন।

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষঃ

১. অধ্যক্ষ মহোদয়
২. উপাধ্যক্ষ মহোদয়
৩. তিন(০৩) সদস্যবিশিষ্ট কমিটি

গ্রুপ নং-১৮

আইডিয়া শিরোনাম : মনের জানালা (মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন সেবা)

মেন্টর : শামসুন আক্তার সিদ্দিকী, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
দীপক চন্দ্র দেবনাথ (৭৩), প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান, বরগুনা সরকারি মহিলা কলেজ, বরগুনা	01916984760 dipakdebnath442@gmail.com
মো. রফিকুল ইসলাম (৭৫), প্রভাষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান, সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল	01717684770 rq.islam88@gmail.com
ননিগোপাল বেপারি (৭৭), প্রভাষক, ইংরেজি, বরগুনা সরকারি মহিলা কলেজ, বরগুনা	01738668241 nonibepari@gamil.com
জিনিয়া আক্তার (৭৮), প্রভাষক, অর্থনীতি, ঝালকাঠি সরকারি কলেজ, ঝালকাঠি	01932330626 jinia090943eco@gmail.com
মোসা. মনিরা আক্তার (৮০), প্রভাষক, অর্থনীতি, পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ, পটুয়াখালী	01772777989 monira.dohy@gmail.com

বর্তমান সমস্যা:

১. আত্মহত্যার প্রবনতা ২. সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা ৩. বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা ৪. কিশোর অপরাধ ৫. মাদকাসক্তি ও নৈতিক অবক্ষয় ৬. শ্রেণিকক্ষে অমনোযোগী ৭. দায়িত্ববোধের অভাব ৮. শিক্ষা জীবনের পতন ৯. বড়দের অসম্মান

কারণ:

কারণ : ১. মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা ও জ্ঞানের অভাব ২. পরামর্শদাতার ও পরামর্শকেন্দ্রের অপ্রতুলতা ৩. আর্থিক সক্ষমতার অভাব ৪. সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ৫. সিদ্ধান্ত নেওয়ার অক্ষমতা ৬. পারিবারিক অসহযোগিতা ৭. সহপাঠিদের থেকে বন্ধুত্বসুলভ আচরণের অভাব ৮. সামাজিক সহযোগিতার অভাব ৯. সমাজের নেতিবাচকতা ১০. শিক্ষকদের অসহযোগিতা ১১. উৎসাহদাতার অনীহা

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

১. অধ্যক্ষ মহোদয়ের নেতৃত্বে ৩/৫ সদস্যের কমিটি গঠন ২. কলেজ প্রাঙ্গণে উপযুক্ত স্থানে একটি সেবা কেন্দ্র স্থাপন ৩. শেণি কার্যক্রম চলাকালীন কমিটির একজন সদস্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ৪. জেলা/ উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে সমন্বয় করে মাসে একটি করে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনার আয়োজন ৫. কলেজের দর্শন ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের ক্ষিকদের সমন্বয়ে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান ৬. প্রতিমাসে একটি করে অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন করা ৭. ফ্রি ফোন কলের অপ্রতুলতা

ইনোভেশন/ সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী?

১. মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা প্রদানের জন্য Apps তৈরি করে ইউনিক আইডি প্রদানের মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান ২. শিক্ষার্থীদের তথ্য গোপন রেখে সেবা সহায়তা কার্ড প্রদান ৩. অনলাইন ডাটাবেজ তৈরির মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ করে ফলোআপে রেখে সেবার মান নিশ্চিত করা ৪. মেন্যুয়ালি রেজিস্টারে তথ্য সংরক্ষণ এবং সেবা নিশ্চিত করা ৫. কলেজের বিভিন্ন খণ্ডকালীন কাজে শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভূক্তকরণ ৬. মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে নিয়মিত কাউন্সেলিং ও ফলোআপ ৭. অভিভাবকদের সাথে শিক্ষার্থী সম্পর্কে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা ৮. একাডেমিক এবং সহশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের ব্যস্ত রাখা

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

১. মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সমস্যার সমাধান ঘটবে ২. আত্মহত্যার প্রবনতা কমবে ৩. নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় হ্রাস পাবে ৪. মাদকাসক্তি ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা হ্রাস পাবে ৫. অপরিপক্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কমে আসবে ৬. পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হবে ৭. পরিবার,সমাজে মানুষের জীবনমান বৃদ্ধি পাবে ৮. সন্তানের প্রতি পিতামাতার দুর্চিন্তা কমে আসবে ৯. নৈতিক অবক্ষয় কমে আসবে ১০. শিক্ষার মানউন্নয়ন ঘটবে।

গ্রুপ নং-২২

আইডিয়া শিরোনাম : শিক্ষকদের পাঠদান মূল্যায়ন ও উন্নয়নে অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত ও বাধ্যতামূলক মাসিক সভা আয়োজন।

মেন্টর : মো. মাহমুদুল আমিন, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
মো: মাসুদ পারভেজ (৮২), প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান), মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর	০১৭৭৯-২৯১৯৭৮
মো: রফিকুল ইসলাম (৮৪), প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান), মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর	০১৭৪৫-৫৭০৬৩৬
মো: জহির আহমেদ (৮৭), প্রভাষক (দর্শন), মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, মেহেরপুর	০১৯২১-২৫৮৬২৬
কার্তিক চন্দ্র দাস (৯১), প্রভাষক (বাংলা), মুজিবনগর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর	০১৯১৫-৫১৭৮৩৬
মো: মনিরুজ্জামান (৯৫), প্রভাষক (বাংলা), মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর	০১৭২৪-২৮৪৫৫২
মো: কুমকুম হাবিব (৯৭), প্রভাষক (রসায়ন), মুজিবনগর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর	০১৭১০-৫৩৭৫৯৫

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

বর্তমান সমস্যা: শিক্ষকদের নিম্নমানের পাঠদানের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস বিমুখতা

কারণ: ক) শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের অভাব

খ) ক্লাসে শিক্ষকদের অনিয়মিত উপস্থিতি

গ) প্রাইভেট পড়ানোর প্রবণতা

ঘ) আকর্ষণীয় উপস্থাপন কৌশলের অভাব

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ, অভিভাবক প্রতিনিধি, ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে প্রতি মাসে বাধ্যতামূলক আলোচনা সভা আয়োজন করতে হবে যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা নির্ভয়ে অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট তাদের শিক্ষকদের পাঠদান বিষয়ক দুর্বলতাগুলো প্রকাশ করবেন এবং অধ্যক্ষ মহোদয় শিক্ষকদের পাঠদান দক্ষতা উন্নয়নে যথযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ইনোভেশন/সমাধান প্রদানে নতুন কী কী:

ক) ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক শিক্ষকদের পাঠদান দক্ষতার মূল্যায়ন

খ) শিক্ষকদের পাঠদান দক্ষতার উন্নয়নে প্রেষণামূলক স্বীকৃতি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা

গ) পাঠদানে অদক্ষ শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক) শিক্ষকদের পাঠদান অধিক ফলপ্রসু হওয়ায় গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত হবে (এসডিজি লক্ষমাত্রা-৪)

খ) শিক্ষকদের পাঠদান দক্ষতা ও জবাবদিহিতা দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে

গ) ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসবিমুখতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে

ঘ) কলেজে শিক্ষা কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে

গ্রুপ নং-২৪

আইডিয়া শিরোনাম : PTMS (Paperless Training Manual System)
নায়েম এর জন্য পেপারলেস প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার (ওয়েবপেজ ভিত্তিক) তৈরী

মেন্টর : শেখ মোহাম্মদ আলী, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

আইডি নং	নাম পদবী ও কর্মস্থল	মোবাইল ও ই মেইল
১০৩	তাপসী রাবেয়া মারজান, প্রভাষক(বাংলা), ঘিওর সরকারি কলেজ, মানিকগঞ্জ	01773448684 tapasimarjan@gmail.com
১০৫	মহসীনা আক্তার মলি, প্রভাষক, কুমুদিনী সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল	01730527205 mohshina1992moly@gmail.com
১০৮	আনিচা সুলতানা, প্রভাষক, কুমুদিনী সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল	01737387644 anichaaminru0835@gmail.com
১০৯	মোঃ মাজহারুল ইসলাম, প্রভাষক, অর্থনীতি, মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, মানিকগঞ্জ	01817015408 mazhar.dhaka44@gmail.com
১১০	হাফিজুর রহমান, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা, নাগরপুর সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল	01716184294 hafizurbd.rahman@gmail.com
১২৮	হোসনে আরা আক্তার, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান, সরকারি ভিকু মেমোরিয়াল কলেজ, মানিকগঞ্জ	01757968313 hosnearaakter334@gmail.com

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

১. অতিমাত্রায় কাগজের উপর নির্ভরশীলতা ২. কাগজনির্ভর হ্যান্ডআউট ও নোটস প্রদান ৩. কোন তথ্য ভুল থাকলে তা পরিবর্তন সময় ও শ্রমসাপেক্ষ। ৪. বিভিন্ন কমিটি/প্রশিক্ষণ গ্রুপের কাজে একত্রীকরণ কঠিন। ৪. কারও সাথে দ্রুত যোগাযোগ করা কঠিন। ৬। অংশগ্রহণকারী/প্রশিক্ষণার্থীদের মোবাইল/ইমেইল সংগ্রহ সময়সাপেক্ষ ৭। প্রতিদিনের অ্যাটেন্ডস ম্যানুয়েলি গ্রহণ করতে হয় ৮। কাগজনির্ভর পরীক্ষা পদ্ধতি ৯। হোস্টেলসংক্রান্ত সমস্যাগুলো জানানোর জন্য খাতা ব্যবহার, যাতে করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্যা পৌঁছুতে দেরী হয়।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

একটি ডায়নামিক ওয়েবপেজ ভিত্তিক সফটওয়্যার তৈরী করা। যেখানে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয় পক্ষের ডেটা ইনপুট ও আউটপুট সুবিধা থাকবে।

ইনোভেশন/সমাধান প্রদানে নতুন কী কী:

ক. বর্তমানে প্রচলিত বেশিরভাগ বিকল্প সফটওয়্যারই স্ট্যাটিক এবং কম্পিউটার অপারেটর নির্ভর। ফলে প্রস্তাবিত সফটওয়্যার থেকে কোন বাড়তি কম্পিউটার অপারেটর ছাড়াই একই সাথে কো-অর্ডিনেশন এবং প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ ডেটা ইনপুট আউটপুট এবং ব্যবহার করতে পারবেন।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক. প্রশিক্ষণ হবে স্মার্ট এবং আধুনিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ খ. কাগজের উপর নির্ভরশীলতা কমবে। গ. বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহে কাগজ ও শ্রমের অপচয় কমাবে। ঘ. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব হবে। ঙ. প্রতিদিনের অ্যাটেন্ডস প্রচলিত আইডি কার্ড থেকেই অনলাইনে গ্রহণ করা যাবে। চ. পেপারলেস পরীক্ষা চালু করা সম্ভব হবে। ছ. যে কোন তথ্য পরিবর্তনের জন্য প্রশিক্ষণার্থী নিজেই করতে পারবেন। ঝ. হোস্টেল সংক্রান্ত সমস্যাগুলো অনলাইনের মাধ্যমে (এসএমএস বা ই-মেইল) হোস্টেল সুপারের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে।

গ্রুপ নং-২৯

আইডিয়া শিরোনাম : বিষয়ভিত্তিক ক্লাসের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে সহশিক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভূক্তিকরণ ও বাধ্যতামূলককরণ।

মেন্টর : সোহেল হাসান গালিব, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
উ.খ.ম আমাতুস সালাম পিংকি, প্রভাষক,শহীদ স্মৃতি কলেজ,মুক্তাগাছা,ময়মনসিংহ।	০১৭৯০৭৪৩৭০৩ amatus.pink@gmail.com
আনিসুর রহমান, প্রভাষক,বাংলা, গফরগাঁও সরকারি কলেজ,ময়মনসিংহ।	০১৭৩৪০৭৬৮৪৪ anisurahman012699@gmail.com
এস.এম.আলমাস হোসাইন, প্রভাষক,ব্যবস্থাপনা, গফরগাঁও সরকারি কলেজ,ময়মনসিংহ।	০১৭২৩৬৫০৫৮৫ almas.cu@gmail.com
আবুল বাশার, প্রভাষক,ইতিহাস,আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ।	০১৭১১৫১৯৯৯৮ Basar158cu@gmail.com
জিন্নাত হোসেন, প্রভাষক,সমাজকর্ম, আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ।	০১৭৩৬২৭৯৭৭৭ Jhshahim2010@gmail.com

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

ক. পড়ালেখার প্রতি অনাগ্রহ ;
খ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তি;
গ. মাদকের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি;
ঘ. মোটিভেশনের অভাব;
ঙ. সহশিক্ষা কার্যক্রমে ঘাটতি;
চ. ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে অসচেতনতা।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

ক. মোটিভেশনাল ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করা
খ. ক্যারিয়ার বিষয়ে ক্লাস পরিচালনা
গ. ইনডোর-আউটডোর ক্রীড়া কার্যক্রম জোরদার
ঘ. কাউন্সিলিং কার্যক্রম চালু করা।

ইনোভেশন/সমাধান প্রদানে নতুন কী কী:

ক. বিষয়ভিত্তিক নিয়মিত ক্লাসের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে মোটিভেশনাল ক্লাস চালু করা।
খ. শ্রেনিকার্যক্রমের পাশাপাশি ক্রীড়া কার্যক্রমে বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহন।
গ. ক্যারিয়ার বিষয়ে নিয়মিত ক্লাস এবং ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক. সোস্যাল মিডিয়ায় আসক্তি হ্রাস পাবে;
খ. পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে;
গ. সামাজিক অবক্ষয় হ্রাস পাবে;
ঘ. শারীরিক ও মানসিকভাবে সবল হবে এবং সামাজিকীকরণ ত্বরান্বিত হবে।

একনজরে ১৬৪ ও ১৬৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ইনোভেশন শোকেসিং

উদ্ভাবন-১২

Inclusion Support Window
(At NAEM)

Top 10 digital skills Education 4.0 demands

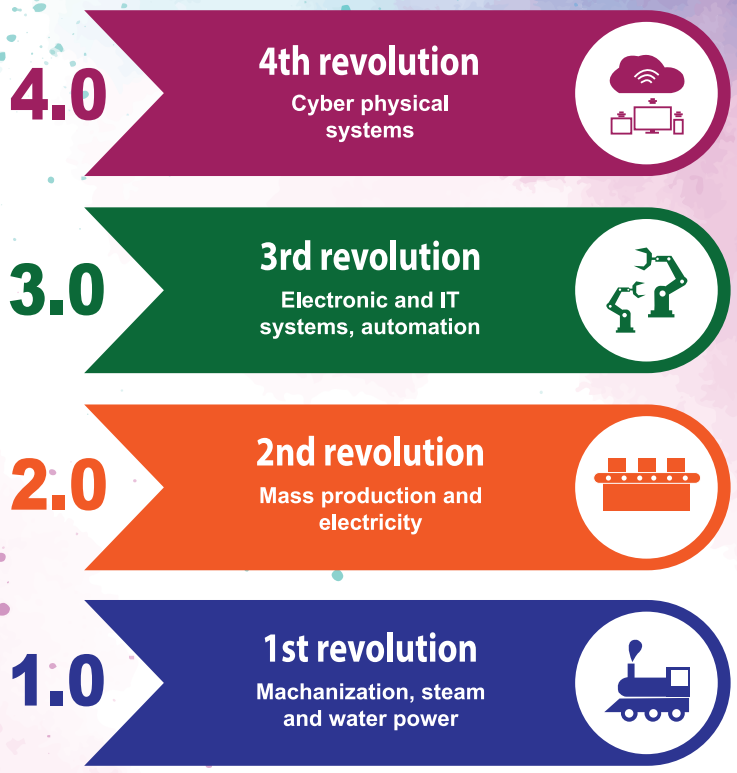

4.0 — **4th revolution**

Cyber physical systems

3.0 — **3rd revolution**

Electronic and IT systems, automation

2.0 — **2nd revolution**

Mass production and electricity

1.0 — **1st revolution**

Machanization, steam and water power